প্রথম আলো

তারিখ 23 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবার প্রশ্নবিদ্ধ প্রথম শ্রেণী এবার বিতর্ক নৃবিজ্ঞানে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স পরীক্ষায় ৫২ জন শিক্ষার্থীর ২৬ জনই প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। ১৯৯২ সালে বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি এ বিভাগে রেকর্ড সংখ্যক প্রথম শ্রেণী। অনার্সে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হওয়া একজন শিক্ষার্থী মাস্টার্সে হয়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২২তম!

পরীক্ষার এ ফলকে অসংগতিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা তা পুনর্মূল্যায়নের দাবি তুলেছেন।

গত শনিবার ঘোষিত নৃবিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার এ ফল দেখে ভালো ও খারাপ করা উভয় শিক্ষার্থীরাই বিস্মিত। ফল খারাপ করা শিক্ষার্থীরা ফল পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বিভাগের চেয়ারম্যান, উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য বরাবর আবেদন করেছেন।

বিভাগের চেয়ারম্যান নাসিমা সুলতানাও এ ফল নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

গত ২৪ জুলাই শেষ হওয়া মাস্টার্স পরীক্ষায় ৫৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। এর মধ্যে একজন অকৃতকার্য হয়েছেন। আর ২৬ জন পেয়েছেন প্রথম শ্রেণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কোনো বিভাগে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীর প্রথম শ্রেণী পাওয়ার নজির খুব কম।

ওই শিক্ষাবর্ষের অনার্স ও মাস্টার্সের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অনার্সে মাত্র পাঁচজন প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন ছাত্রী। আর মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী পাওয়া ২৬ জনের মধ্যে ১৭ জনই ছাত্রী।

বিভাগের গত পাঁচ বছরের ফলের তথ্য নিয়ে দেখা যায়, ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে তিনজন ও মাস্টার্সে ১০ জন, ০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে তিনজন ও মাস্টার্সে ১৩ জন, ০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে দুজন ও মাস্টার্সে ১৩ জন, ০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে চারজন ও মাস্টার্সে ১৫ জন এবং ০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে পাঁচজন ও মাস্টার্সে ১৯ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। অর্থাৎ এবার মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা পাঁচ গুণেরও বেশি।

বিভাগের সংশ্লিষ্ট তিন কোর্স শিক্ষক হলেন, এইচ কে আরেফিন, জাহিদুল ইসলাম ও শাহেদ হাসান।

তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা থাকলেও তিন শিক্ষকের মধ্যে দুজন খাতা দেখতে দেরি করায় ফল দিতে ছয় মাস লেগেছে। উত্তরপত্র বিলম্বে জমা দেওয়ায় গত ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় রিভিউ কমিটির সভায় এইচ কে আরেফিনকে পরীক্ষা-কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। একই কারণে পরীক্ষা কমিটির সদস্য শাহেদ হাসানকে লিখিতভাবে সতর্ক করেছে কমিটি। বিভাগের চেয়ারম্যানকেও মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চাপে তড়িঘড়ি করে ২১ জানুয়ারি ফল প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ।

কয়েকজন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, অনার্সের ফলে যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নিচের সারিতে ছিলেন, মাস্টার্সে তাঁরা প্রথম সারির প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, পছন্দের শিক্ষার্থীকে প্রথম শ্রেণী দেওয়ার প্রতিযোগিতা, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর দেরির কারণে তড়িঘড়ি করে ফল প্রকাশের কারণেই ফল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ফলের বিষয়ে বিস্মিত হওয়ার কথা স্বীকার করে চেয়ারম্যান নাসিমা সুলতানা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষকেরা ভালো নম্বর দিয়েছেন বলেই শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। তবে প্রশ্ন হলো, একই ছাত্রছাত্রীরা তাহলে অনার্সে এত কম নম্বর পেলেন কেন?'

প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছাত্রীদের উচ্চ অনুপাতের বিষয়ে চেয়ারম্যান বলেন, বিষয়টি তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নাসিমা সুলতানা জানান, ফলের বিষয়ে আজ সোমবার বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিভাগের চেয়ারম্যানই ছিলেন পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান। সে হিসেবে ফল তৈরি ও তা প্রকাশের পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গেই তিনি জড়িত ছিলেন। তবুও বিস্ময় প্রকাশ করছেন কেন—জানতে চাইলে নাসিমা সুলতানা বলেন, 'এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি ভালো বলতে পারবেন।'

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহালুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষকদের দেওয়া নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখা হবে।'

বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম করানো, অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া ও মেধার মূল্যায়নে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। অনৈতিকতা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে ২০০৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৫২ জনকে প্রথম শ্রেণী দেওয়া, বাংলা বিভাগে এম এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়া এক ছাত্রীর নম্বর বাড়িয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম করা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৭ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় (২০০৯ এ অনুষ্ঠিত) বিভাগের ইতিহাসে সর্বোচ্চসংখ্যক ৫৬ জনকে প্রথম শ্রেণী দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগের সত্যতা পেয়েছিল।